দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 JAN 1993
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

89

আলোচনা সভা

ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুশিক্ষিত করতে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

'বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় গতকাল বক্তারা বলেন, ভবিষ্যত প্রজন্মকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বক্তারা বলেন, শিক্ষার সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক নিবিড়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় বলে শিক্ষার উন্নয়ন হচ্ছে না।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি আয়োজিত ও জাতিসংঘের তথ্য কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের মহাসচিব সৈয়দ আহমদ হোসেন, প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতি শরফুদ্দীন, প্রফেসর শামসুল হক, প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিম, প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, এডাবের পরিচালক মিসেস রাশেদা চৌধুরী,

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইউএনডিপি'র প্রোগ্রাম অফিসার মিলিয়া আলী। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর এম, ইদ্রাস আলি।

রাশেদা চৌধুরী বলেন, ইসলাম নারী শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। অথচ এক শ্রেণীর লোক ধর্মের অপব্যাখ্যা দিচ্ছে। এরা ধর্মান্ধ। আমরা ধর্ম মানি, কিন্তু ধর্মান্ধ নই। তিনি বলেন, ইসলামে নারীর মর্যাদা শীর্ষে। ধর্মান্ধরা অসহিষ্ণু হতে পারে না। মূল প্রবন্ধে ডঃ শরফুদ্দিন নিরক্ষতার সংগে দারিদ্র্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, বিশ্বের ১শ' কোটি নিরক্ষর ও দরিদ্র মানুষের বসবাস হচ্ছে এশিয়ায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতিসংঘে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রফেসর শামসুল হক বলেন, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনে সরকার, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সরকারী সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সৈয়দ আহমদ হোসেন বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যা তৃতীয় বিশ্বের সমস্যা, দেশ রক্ষা খাতে বাজেট না বাড়িয়ে শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সকলকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।